বিশ্বকাপ ২০০৬

হাইটেক স্টেডিয়াম

AvMvgx eQi Rvgvbx‡Z AbwôZ n‡”Q wddv wekKvc dUej wekKvc 2006| Av‡qvRb‡K ¯§iYxq K‡i ivL‡Z Rvgvb miKvi wbgvY _K‡i‡Q †ekwKQ †÷wWqvg| chw³ Avi ¯vcZ¨ †KŠk‡ji wg‡k‡j AZjbxq Gme nvB‡UK †÷wWqvg wb‡q wj‡L‡Qb

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

অলিম্পিয়াস্টেডিওন

বার্লিনে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামের নাম হলো অলিম্পিয়াস্টেডিওন। ১৯৩৪-৩৬ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। ফিফা ২০০৬ উপলক্ষে এটিকে সংস্কার করা হয় সম্প্রতি। এতে খরচ হয় ২৪২ মিলিয়ন ইউরো। আধুনিক সব প্রযুক্তি সুবিধাসহ মাঠের দুই প্রান্তে রয়েছে ১৪০ এবং ৫৬ বর্গমিটারের দুটি বিশাল ভিডিও স্ক্রিন।

লিপজিগ

লিপজিগ শহরে অবস্থিত জেনট্রালস্টেডিওন স্টেডিয়ামটিকে একসময় জার্মানির সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম হিসেবে ধরা হতো। এর দর্শক ধারণ ক্ষমতা ১ লাখ। স্টেডিয়ামটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৯০.৬ মিলিয়ন ইউরো।

ওয়াল্ডস্টেডিওন

ফিফা ২০০৬ উপলক্ষে তৈরি সম্পূর্ণ নতুন স্টেডিয়াম ওয়াল্ডস্টেডিওন। এটি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে অবস্থিত। স্টেডিয়ামটির নির্মাণ শুরু হয় মে, ২০০২ সালে। এর বিশেষত্ব হলো প্রয়োজনে স্টেডিয়ামের আকাশকে ঢেকে দেয়া যায় চলন্ত ঢাকনা দিয়ে। স্টেডিয়ামটি তৈরি করতে খরচ হবে মোট ১২৬ মিলিয়ন ইউরো।

এরিনা অফচলকে (AufSchalke) স্টেডিয়ামটি প্রযুক্তিগতভাবে এ সময়ে ইউরোপের সবচেয়ে আধুনিক স্টেডিয়াম। এটি তৈরিতে খরচ হয়েছে মোট ১৯২ মিলিয়ন ইউরো। এতে রয়েছে ৩৬ বর্গমিটার সাইজের চারটি স্ক্রিনসহ একটি ভিডিও কিউব, সর্বোচ্চ ১৯৩ ডেসিবল ক্ষমতার লাউড স্পিকার সিস্টেম, রিমুভেবল পিচ, চলন্ত ছাদ, ইলেকট্রিক চিপ কার্ড পেমেন্ট সিস্টেম, আধুনিক ইলেকট্রনিক পার্কিং এবং ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম।

এরিনা অফচলকে

মিউনিখ

মিউনিখ স্টেডিয়ামটি মূলত তৈরি হয় অলিম্পিক খেলার জন্য। পরে অধিকাংশ নাগরিকের ভোটে এটিকে তৈরি করা হয় নতুন ফুটবল স্টেডিয়ামরূপে। ফিফা ২০০৬ ওয়ার্ল্ড কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে এই স্টেডিয়ামে। এর দর্শক ধারণ ক্ষমতা ৬৬০০০। এর সম্মুখভাগ বেশ স্বচ্ছ এবং হীরাকৃতির শেলে ঢাকা। এটি তৈরিতে খরচ পড়েছে প্রায় ২৮০ মিলিয়ন ইউরো।